

নবম অধ্যায় প্রতিবন্ধী শিশু



বিষয়-সংক্ষেপ

একটি সুস্থ শিশু সবারই কাম্য। পরিবারে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়, হাত বা পা নেই। কানে শোনে না। ফলে কথা বলতে পারে না। অনেকে চোখে দেখে না বা কম দেখে। বুদ্ধিমত্তা কম, ফলে সামাজিক আচরণ ও ভাব বিনিময় ঠিকমতো করতে পারে না। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। বিভিন্ন কারণে একটি শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমন : জন্মের পূর্বকালীন কারণ, জন্মের সময়ের কারণ, জন্মের পরবর্তী কারণ। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু যাতে প্রতিবন্ধী হয়ে না জন্মে এবং জন্মগ্রহণের পরে যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয়, সেদিকে সকলের সচেতনতা প্রয়োজন।



অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- কত বছর বয়সের পর কোনো মহিলার প্রথম সন্তান জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে?
 - ২৫ বছর
 - ৩০ বছর
 - ৩৫ বছর
 - ৪০ বছর
- মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি শিশুকে বতিগ্রস্ত করে?
 - ইনফ্লুয়েঞ্জা
 - সাধারণ জ্বর
 - চিকেন পক্স
 - বাত জ্বর
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিমির সন্তান জন্মগ্রহণের পরপরই শ্বাস নিতে পারে না। নার্স ছোট্টাছুটি করতে থাকে। বেশ কিছুবয়স পর শিশুটির শ্বাসকার্য চালু করা হয়। এতে শিশুটি প্রাণে রবা পায়। পরবর্তী সময়ে শিশুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
 - শিশুটির জন্মের পরপরই নার্সদের কী করণীয় ছিল?
 - পানি খাওয়ানো
 - মধু খাওয়ানো
 - অক্সিজেন দেওয়া
 - তেল মালিশ করা
- রিমির শিশুটি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ কোনটি?
 - শিশুটির জন্মকালে সময় বেশি লেগেছিল
 - শিশুটির মস্তিষ্কের কোষের বতি হয়েছিল
 - শিশুটির মাথায় চাপ লেগেছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
 - i ও ii
 - ii ও iii
 - i ও iii
 - i, ii ও iii



অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : প্রতিবন্ধী শিশু

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----- //

- কোন ধরনের শিশু সবার কাম্য? (অনুধাবন)
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
 - ফর্সা
 - সুস্থ
 - বিকলাঙ্গ
 - বেশি স্বাস্থ্যবান
- নিচের কোনটি প্রতিবন্ধী শিশুর বৈশিষ্ট্য? (জ্ঞান)
 - স্বাভাবিক শারীরিক গঠন
 - পিতামাতার মতো না হওয়া
 - অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন
 - রক্তের গ্রুপ 'বি' পজেটিভ হওয়া
- মিনা জন্মের পর থেকেই কানে কম শোনে। মিনার বেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
 - সে বুদ্ধিমত্তা নয়
 - সে স্বাভাবিক শিশু
 - সে সুন্দরী নয়
 - সে প্রতিবন্ধী শিশু
- শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের কোন অবস্থা শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে? (জ্ঞান)
 - শারীরিক
 - অর্থনৈতিক
 - সামাজিক
 - নৈতিক
- গর্ভাবস্থায় প্রথম কয় মাস মায়ের রোগসমূহ শিশুর ওপর অত্যন্ত বতিকর হয়? (জ্ঞান)
 - ১
 - ২
 - ৩
 - ৪

- গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে শিউলীর কোন রোগটি হলে তার গর্ভস্থ শিশুর ওপর বতিকর প্রভাব পড়বে? (প্রয়োগ)
 - জ্বর
 - আমাশয়
 - জার্মান হাম
 - ডিহাইড্রেশন
- মায়ের শরীরে কিসের অপরিপাকতা গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশকে ব্যাহত করে? (অনুধাবন) [নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 - সুন্দর পোশাকের
 - পর্যাপ্ত বিশ্রামের
 - উন্নত ব্যায়ামের
 - পুষ্টি-খাবারের
- গর্ভবতী হালিমাকে তার ডাক্তার বললেন, তার গর্ভে ভ্রূণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। হালিমার কোন কাজটির জন্য এন্ড্রু প সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে? (প্রয়োগ)
 - পরামর্শ ছাড়া ওষুধ গ্রহণ
 - গর্ভাবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ
 - বেশি মিষ্টি খাওয়া
 - বেশি ঝাল খাওয়া
- অপরিণত বয়সে কোন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না? (জ্ঞান)
 - পরিপাকতন্ত্র
 - শ্বাসতন্ত্র
 - স্নায়ুতন্ত্র
 - প্রজননতন্ত্র
- কত বছরের পর মহিলার প্রথম সন্তান জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে? (জ্ঞান)
 - ৩০
 - ৩৫
 - ৪০
 - ৪৫
- অন্তঃবরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলি হ্রাসের কারণ কী? (অনুধাবন)
 - চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ
 - শাকসবজি কম খাওয়া
 - বেশি বয়সের জন্য
 - কম বয়সের জন্য

১৬. গর্ভাবস্থায় মায়ের কোন অবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে? (অনুধাবন)
- Ⓐ ওষুধ গ্রহণ করলে Ⓑ অপুষ্টি হলে
● ঘন ঘন খিচুনি হলে Ⓒ কাশি হলে
১৭. কাদের মধ্যে বিবাহ হলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে? (জ্ঞান)
- নিকট আত্মীয় Ⓐ সমবয়সী
Ⓒ সহপাঠী Ⓓ পাড়াপ্রতিবেশী
১৮. গর্ভাবস্থায় প্রথম কত মাস তেজস্ক্রিয় রশ্মি গর্ভস্থ শিশুর জন্য মারাত্মক বতিকর হয়? (জ্ঞান)
- তিন Ⓐ চার
Ⓒ পাঁচ Ⓓ ছয়
১৯. তেজস্ক্রিয় পদার্থ ত্রুণের কোন তন্ত্রে বতিগ্রস্ত করে? (জ্ঞান)
- Ⓐ পরিপাকতন্ত্র ● স্নায়ুতন্ত্র
Ⓒ প্রজননতন্ত্র Ⓓ শ্বাসতন্ত্র
২০. মা ও সন্তানের Rh রক্তের উপাদানের মধ্যে অমিল থাকলে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
- Rh incompatibility Ⓐ Rh Capability
Ⓒ Rh Complicacy Ⓓ Rh compatibility
২১. মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকলে কোনটি ঘটে? (জ্ঞান)
- মৃত সন্তান জন্ম নেয় Ⓐ শিশুর মাথা বড় হয়
Ⓒ শিশুর পা খোঁড়া হয় Ⓓ শিশুর হাত ছোট হয়
২২. নবজাতকের রক্তে কোনটি অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে মস্তিষ্কের কোষের বিলীভ হয়? (জ্ঞান) [এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- Ⓐ হিমোগেবিন Ⓒ গেরাবিউলিন
● বিলিরুবিন Ⓓ শ্বেতকণিকা
২৩. কিসের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়? (জ্ঞান)
- পুষ্টিকর খাদ্য Ⓐ উপযুক্ত পোশাক
Ⓒ উন্নত বাসস্থান Ⓓ উন্নত শিবা
২৪. মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি শিশুকে বতিগ্রস্ত করে? (জ্ঞান) [বর্ডার গার্ল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- Ⓐ ইনফুয়েঞ্জা Ⓒ সাধারণ জ্বর
● চিকেন পক্স Ⓓ বাতজ্বর
- ❑ **বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----- //**
২৫. প্রতিবন্ধী শিশু বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
- i. যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়
ii. যারা চোখে দেখে না বা কম দেখে
iii. যাদের বুদ্ধিমত্তা কম
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৬. প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে ধারণা থাকলে— (অনুধাবন)
- i. তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে
ii. তারা নিজেদের অসহায় মনে করবে না
iii. তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
২৭. প্রতিবন্ধিতার কারণগুলো হলো— (অনুধাবন)
- i. জন্ম পূর্বকালীন
ii. শিশু জন্মের সময়ের
iii. শিশু জন্মের পরবর্তী
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৮. গর্ভাবস্থায় শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে— (অনুধাবন)

- i. মায়ের শারীরিক অবস্থা
ii. মায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা
iii. গর্ভের পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii ● i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
২৯. মায়ের যেসব সমস্যা থাকলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে— (অনুধাবন)
- i. জ্বর
ii. উচ্চ রক্তচাপ
iii. থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓒ i ও iii
● ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৩০. গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ত স্রব্ধতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান তবে— (অনুধাবন)
- i. শ্রবণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়
ii. মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়
iii. শিশু প্রতিবন্ধী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii ● i, ii ও iii
৩১. মৌমিতার যাদের সাথে বিবাহ হলে প্রতিবন্ধী শিশু জন্মানোর আশঙ্কা থাকবে— (প্রয়োগ)
- i. মামাত ভাই
ii. ফুফাত ভাই
iii. সহপাঠী
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৩২. শিশুর জন্মের সময় যে কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে— (অনুধাবন)
- i. জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হওয়া
ii. গলায় নাড়ি পেঁচানো
iii. নবজাতকের জন্মস হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৩৩. শিশু জন্মের পরবর্তী সময়ে যে কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে— (অনুধাবন) [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
- i. জন্মসে আক্রান্ত হলে
ii. রক্তে বিলিরুবিন বৃদ্ধি পেলে
iii. জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓒ i ও iii
Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৩৪. পুষ্টিকর উপাদানের অভাবে আশিকের— (প্রয়োগ)
- i. স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে
ii. স্বাভাবিক বিকাশ দ্রুত হবে
iii. শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii ● i ও iii
Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

❑ **অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----- //**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

● টিটি টিকা
 ৩ ডিপিটি টিকা
 ৭৭. কোন ভিটামিনের অভাবে শিশুদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়? (জ্ঞান)
 ● এ
 ৩ বি
 ৩ সি
 ৩ ডি
 ৭৮. দুদের কলেস্ট্রাম কী বর্ণের হয়? [নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ৩ লাল
 ● হলুদ
 ৩ নীল
 ৩ সবুজ
 ৭৯. শিশুর প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে করণীয় কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
 ৩ বেশি খাদ্য গ্রহণ
 ৩ গর্ভাবস্থায় ওষুধ গ্রহণ
 ৩ গর্ভাবস্থায় টিকা গ্রহণ
 ● ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন
 ৮০. শিশুরা কেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়? (অনুধাবন)
 ৩ সামাজিক কারণে
 ● দরিদ্রতার কারণে
 ৩ আইন মেনে চলতে
 ৩ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----- //

৮১. যেসব বৈশিষ্ট্য দেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায়— (অনুধাবন)
 i. চোখের পাতা ফুলে যাওয়া
 ii. কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া
 iii. চোখ থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ৩ i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ● i, ii ও iii

৮২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুরা— (অনুধাবন)
 i. বর্ণ চিনতে ভুল করে
 ii. ইশারায় ভাব বিনিময় করে
 iii. কোনো প্রশ্ন বার বার করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ৩ i ও iii
 ● ii ও iii
 ৩ i, ii ও iii

৮৩. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা যায়— (উচ্চতর দৰতা)
 i. বেশি বয়সে সন্তান ধারণ করে
 ii. গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে
 iii. গর্ভাবস্থায় মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে দিয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ৩ i ও iii
 ● ii ও iii
 ৩ i, ii ও iii

৮৪. মোহনা তার সন্তানের দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে যা করবেন— (প্রয়োগ)
 i. জন্মগ্রহণের পর শিশুকে প্রথম বুকের দুধ দিবেন
 ii. শিশুকে শাকসবজি ও হলুদ ফলমূল খাওয়াবেন

iii. শিশুকে বড় মাছ বেশি পরিমাণে খাওয়াবেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii
 ৩ i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ৩ i, ii ও iii

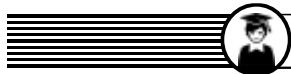
৮৫. শিশুর গুরুবতর প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ— (অনুধাবন)
 i. ঘনবসতি
 ii. সবুজ প্রকৃতির উপস্থিতি
 iii. অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ● i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ৩ i, ii ও iii

৮৬. সিয়াম প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে— (প্রয়োগ)
 i. মেরবদণ্ডে আঘাত পেয়ে
 ii. মাথায় আঘাত পেয়ে
 iii. চোখে আঘাত পেয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ৩ i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ● i, ii ও iii

৮৭. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে আমাদের যা করণীয়— (উচ্চতর দৰতা)
 i. রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা
 ii. আঘাত ও সংক্রমণে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া
 iii. বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii
 ৩ i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ৩ i, ii ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 রিংকু টিটি দেখার সময় শব্দ বাড়িয়ে দেয়। কেউ কথা বললে কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। ক্লাসে পিছনের দিকে বসলে সে শিবকের কোনো কথাই শুনতে পায় না।
 ৮৮. রিংকু কোন ধরনের সমস্যা ভুগছে? (প্রয়োগ)
 ৩ অস্পষ্ট দেখা
 ● কম শোনা
 ৩ বর্ণ উল্টা দেখা
 ৩ ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া
 ৮৯. উক্ত সমস্যার হাত থেকে শিশুকে রবা করতে গর্ভবতী মায়ের করণীয় হলো— (উচ্চতর দৰতা)
 i. গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা
 ii. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রবার চেষ্টা করা
 iii. ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩ i ও ii
 ৩ i ও iii
 ৩ ii ও iii
 ● i, ii ও iii



অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কণার বয়স ৩৫। গর্ভকালীন সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সে খাওয়াদাওয়াও ঠিকভাবে করে না। নিজের প্রতি খেয়াল করে না। শিশুটির জন্মের পরপরই শিশুটির রক্তের বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। শিশুটি বড় হতে থাকলে সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, হাঁটচলা ইত্যাদির বিকাশ কম হয়।

২ ক. মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকাকে কী বলে?

খ. কেন শিশুকে প্রতিবন্দী শিশু বলা হয়?

গ. কণার শিশুকে কোন ধরনের শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কণার অসচেতনতা কণার শিশুর এই পরিণতি নিয়ে আসে—
এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

▶◀ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

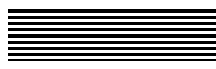
ক. মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকাকে Rh incompatibility বলা হয়।



- খ. আমাদের চারপাশে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো নয়। তাদের দেহের গঠন আলাদা, তাদের আচরণ স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর বা সমস্যাগ্রস্ত। এদের মধ্যে কেউ চোখে ভালো দেখতে পায় না, কারও হাঁটা-চলায় অসুবিধা, কারও অন্যের কথা বুঝতে দেরি হয়, কেউ বা বয়সে বড় হলেও শিশুদের মতো আচরণ করে। এসব শিশু কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। আর যখন একটি শিশু কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় তখন তাকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়।
- গ. কণার শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায়। কারণ ৩৫ বছর পর যেসব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সেসব শিশুর প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া জন্মগ্রহণের পরপরই যদি শিশুর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে মস্তিষ্কে কোষের বতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। এ ধরনের শিশুর অন্যতম লবণ হলো হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশের তুলনায় কম হয়। তারা কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। উদ্দীপকে ৩৫ বছর বয়সী কণা গর্ভকালীন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। সে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেনি, নিজের খেয়াল রাখেনি। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যতটুকু পুষ্টির প্রয়োজন তার ঘাটতি হয়েছে। তাছাড়া জন্মের পরপরই কণার শিশুটির বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার মস্তিষ্কে কোষের বতি হয়েছে। তাই সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। তার হাঁটাচলা ইত্যাদির বিকাশ কম। কণার শিশুর সমস্যার কারণ এবং

লবণসমূহ প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণের কারণ এবং লবণসমূহকেই নির্দেশ করেছে। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার কণার শিশুটি একটি প্রতিবন্ধী শিশু।

- ঘ. কণার অসচেতনতা কণার শিশুর এই পরিণতি নিয়ে আসে— প্রশ্নোক্ত এই মস্তব্যটির সাথে আমি একমত। কারণ গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বেশি বয়সে অন্তঃররা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলি হ্রাস পায়। তাই ৩৫ বছরের পর যেসব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সেসব শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাছাড়া গর্ভাবস্থায় মা যদি জার্মান হাম, চিকেনপক্স, ম্যালেরিয়া, রববেলা ভাইরাস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন, রক্ত স্রব্ধতায় ভোগেন, পুষ্টির খাবার না খান তবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়, শিশু প্রতিবন্ধী হয়। তাই এ সময় গর্ভবতীকে পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার খেতে হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক টিকা নিতে হয়। কিন্তু কণা ৩৫ বছর বয়সে গর্ভধারণ করেন। গর্ভাবস্থায় তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেননি। নিজের প্রতি খেয়ালও রাখেননি। এ কারণে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। তার হাঁটাচলা ইত্যাদির বিকাশ কম। অর্থাৎ কণার শিশুটি প্রতিবন্ধী। আর এর জন্য কণার অসচেতনতাই দায়ী।



অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-২৮ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বেশ কয়েক দিন যাবৎ আরিফা কিছু খেতে পারছে না। খাবার দেখলেই তার বমি পায়। না খেয়ে সে খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। তার স্বামী তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার জানায় আরিফা মা হতে চলেছে। ডাক্তার আরিফাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টির খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া তিনি আরিফাকে শিশু প্রতিবন্ধিতার জন্মের পূর্বকালীন কারণগুলো বুঝিয়ে বললেন।

[পাঠ : ১]

- ক. নবজাতক কোন রোগে আক্রান্ত হলে মস্তিষ্কে কোষের বতি হয়? ১
- খ. প্রতিবন্ধী শিশু বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আরিফা কীভাবে তার অনাগত সন্তানকে প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. ডাক্তার আরিফাকে প্রতিবন্ধিতার যে কারণগুলো বলেছেন সেগুলো আলোচনা কর। ৪

২৯ন প্রশ্নের উত্তর

- ক. নবজাতক জন্মসে আক্রান্ত হলে মস্তিষ্কে কোষের বতি হয়।
- খ. একটি সুস্থ শিশু সবারই কাম্য। তবে পরিবারে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়, হাত বা পা নেই, কানে শুনেনা, ফলে কথা বলতে পারে না। অনেকে চোখে দেখেনা বা কম দেখে। বুদ্ধিমত্তা কম, ফলে সামাজিক আচরণ ও ভাব বিনিময় ঠিকমতো করতে পারে না। এদেরই প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়।

- গ. গর্ভধারণের সাধারণ উপসর্গ হিসেবে খাবার দেখলেই আরিফার বমি পায়। সে কোনো কিছু খেতে পারে না। এ কারণে তার শরীর দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার এরূপ শারীরিক অবস্থা তার অনাগত সন্তানের জন্য মারাত্মক বতিকর। কারণ শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন তার মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং গর্ভের পরিবেশ শিশুর বিকাশকে ব্যাহত করে। গর্ভবতী মা যদি পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার না খায় তাহলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়, প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়। তাই শিশুর প্রতিবন্ধিতা রোধে আরিফাকে তার শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে সুস্থতা অর্জন করতে হয়। তাকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই আরিফা তার অনাগত সন্তানকে প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

- ঘ. ডাক্তার আরিফাকে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের পূর্বকালীন কারণগুলো সম্পর্কে বললেন। কারণ এ বিষয়ে যদি গর্ভকালীন সময়ে আরিফা সতর্ক না থাকে তবে তার প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি মায়ের জার্মান হাম, চিকেন পক্স, মাস্পস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস ইত্যাদি হয় তবে গর্ভস্থ শিশুর ওপর তার প্রভাব অত্যন্ত বতিকর হয়। তাছাড়া মা যদি গর্ভকালীন সময়ে অপুষ্টিতে ভোগেন তবে সন্তানের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন করলেও ভ্রূণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও গর্ভকালীন সময়ে মাদক, সিগারেট গ্রহণ করলেও গর্ভস্থ শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গর্ভধারণের বেগে মায়ের কম বা বেশি বয়স দুটোই বতিকর। আবার মায়ের ঘন ঘন খিচুনি রোগ হলে গর্ভের শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে ও তার মস্তিষ্কের বতি করে। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলেও শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভাবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাস এজ্ঞরে বা অন্য কোনোভাবে মায়ের দেহে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করলে বা মা ও বাবার রক্তের Rh উপাদানে সমস্যা থাকলে মৃত সন্তানও হতে পারে। তাই আরিফাকে তার অনাগত সন্তানের প্রতিবন্ধিতা রোধে সহায়তা করার জন্য ডাক্তার তাকে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের পূর্বকালীন এসব কারণ সম্পর্কে অবগত করলেন।

প্রশ্ন-৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিনতি বেগম দুই ছেলেমেয়ে ও স্বামীসহ দরিদ্র পরিবারে বসবাস করে। ৪২ বছর বয়সে মিনতি বেগম আবার গর্ভবতী হয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টির খাবার না খাওয়ার কারণে সে একটি প্রতিবন্ধী কন্যা শিশু জন্ম দেয়। কন্যা শিশুটির নাম দেয় সুসমা। জন্মের পর থেকে সে ভালোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না, হাঁটতে পারত না। গ্রামের অশিষিত মানুষদের পরামর্শমতো তাকে মাটির গর্ত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এতে করে সে কিছুটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেতে থাকে।

[পাঠ : ১ ও ৩] [ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মা ও শিশুর Rh উপাদানের অমিলকে কী বলে?	১
খ. ডাউন সিন্ড্রোম বলতে কী বোঝায়?	২
গ. সুসমার শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. সুসমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণ তার মায়ের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে মনে কর? মতামত দাও।	৪

▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. মা ও শিশুর Rh উপাদানের অমিলকে Rh অসঙ্গতা বা Rh Incompatibility বলে।
- খ. ডাউন সিন্ড্রোম হলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার সাথে সম্পর্কিত একটি রোগ যা দেখে শিশুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সহজে শনাক্ত করা যায়। এ রোগে আক্রান্ত শিশুদের মুখোমণ্ডল গোলাকার, চোখ তীর্যক এবং চোখের পাতা পূরব হয়। জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে। হাত, পা ও ঘাড় খাটো হয়। উপড় হতে, বসতে ও হাঁটতে দেরি হয় এবং এরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
- গ. সুসমার শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হলো জন্ম-পরবর্তী কারণ। সুসমার মা মিনতি বেগম অধিক বয়সে গর্ভধারণ করায় এবং গর্ভকালীন সময় দরিদ্রতার কারণে পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার না খাওয়ায় সুসমা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারত না। এ অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গ্রামের অশিষিত মানুষের পরামর্শমতো তাকে মাটির গর্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখত। এতে সুসমা শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। যদি মিনতি বেগম তার প্রতিবন্ধী শিশু সুসমার ব্যাপারে একটু সচেতন হতেন এবং সুসমার তাৎবণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন তাহলে সুসমার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা রোধ

করা সম্ভব হত। তাই বলা যায়, সুসমার শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য জন্ম পরবর্তী কারণই দায়ী।

ঘ. সুসমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণ হিসেবে আমি তার মায়ের অসচেতনতা ও অবহেলাকে দায়ী মনে করি। কারণ একটি সুস্থ শিশু আমাদের সবার কাম্য। তাই একটি সুস্থ শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য আমাদের সবার উচিত একটি শিশু কী কী কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে সে সম্পর্কে জানা এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা রোধে সচেষ্ট হওয়া। একটি শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন তার মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং গর্ভের পরিবেশ শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে। গর্ভকালীন সময় গর্ভবতী মা যদি পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার না খান তাহলে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়। তাছাড়া গর্ভবতী মায়ের বয়স যদি ৩৫ বছরের বেশি হয় তাহলেও প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের মিনতি বেগমের প্রতিবন্ধী শিশু জন্মানোর কারণ, এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তাই ৪২ বছর বয়সে সে গর্ভধারণ করে এবং দরিদ্রতার কারণে পুষ্টির খাবার খেতে বার্থ হয়। ফলে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে সুসমা জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারত না। এ অবস্থায় সুসমার মা তার জন্য যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে গ্রামের অশিষিত লোকের পরামর্শমতো সুসমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটির গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এতে সুসমা শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলশ্রবতিতে তার শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তখনও মিনতি বেগম সুসমার জন্য তাৎবণিক কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। সুতরাং সুসমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার জন্য তার মা মিনতি বেগমের অসচেতনতা ও অবহেলাই দায়ী।

প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিশু দিবস উপলবে জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল শিশুর প্রতিবন্ধিতা রোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ICDDR,B এর শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. আশরাফুজ্জামান সৈকত। তিনি বলেন, শিশু প্রতিবন্ধিতা রোধে আমাদের গণসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। তিনি নবজাতকের বেগে জন্মের ভয়াবহতা এবং গর্ভাবস্থায় শিশুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এছাড়া শিশুর জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ এবং তাদের আঘাত হতে রবা করার জন্য সবাইকে এক সাথে কাজ করতে আহ্বান জানান।

[পাঠ : ১ ও ৩]

ক. কোন জাতীয় খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়?	১
খ. রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি কেন?	২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সৃষ্টিতে মায়ের রোগ ও অপুষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমগুলো কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে তুমি মনে	

কর? তোমার উত্তর বিশেষণ কর।

৪

▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়।
- খ. পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ। সমাজের অনেক লোকই বিভিন্ন ঝুঁকি ও পূর্বসতর্কতামূলক ধারণা না নিয়েই সরাসরি জমিতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পোকামাকড় নিধন করে। এর ফলে অনেকে দৃষ্টিহীন, পবাঘাতগ্রস্ততার শিকার হয়। তাই যেকোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো শিশু প্রতিবন্ধিতা। এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির বেত্রে মায়ের রোগ ও অপুষ্টির প্রভাব অপরিণীম। গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে মা যদি জার্মান হাম, চিকেন পক্স, মাম্পস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, রববেলা ভাইরাস, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর ওপর তার প্রভাব অত্যন্ত বতিকর হয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী হতে পারে। এছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। তাছাড়া গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তস্রবায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিগ্রহণ খাবার না খান তবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হয়।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি অর্থাৎ শিশু প্রতিবন্ধিতা শিশুর জীবনে একটি চরম অভিশাপ। এ ধরনের অভিশাপের শিকার হলে শিশুরা নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে করে। নিজেকে একা ও অসহায় ভাবে। বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা নিজেকে পরিবার ও সমাজের বোঝা ভাবতে শুরু করে। তাই এ ধরনের অভিশাপ থেকে শিশুদের মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এবেত্রে তারা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি :
১. গর্ভকালীন সময়ে পর্যাপ্ত পুষ্টিগ্রহণ খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।
 ২. গর্ভকালীন সময়ে ওষুধ, মাদক, সিগারেট থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে জনগণকে অবগত করা।
 ৩. শিশু-কিশোরকে পর্যাপ্ত পুষ্টিগ্রহণ খাবার দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করা।
 ৪. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রবায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা।
 ৫. যেসব কারণে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিতে পারে সে কারণগুলো সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা। যেমন : নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে না দেওয়া, বেশি বয়সে প্রথম সন্তান গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

৬. বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ হতে শিশুদের মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো।

৭. আঘাত বা রোগসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

প্রতিবন্ধিতার হাত হতে শিশুকে মুক্ত রাখার জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জ্ঞান দান করে ও প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়ে উল্লিখিত সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন-৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শম্পার বয়স ৮ বছর। অনেক চেষ্টার পর এখনও তাকে সম্পূর্ণ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো যাচ্ছে না। কারণ তাকে ‘ক’ বলতে বললে ‘হ’ বলে আর ‘অ’ লিখতে বললে উল্টো লিখে। এ নিয়ে তার বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তার দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত হয়।

[পাঠ : ১ ও ৩]

- ক. সকল মহিলাকে টিটি টিকা দেওয়ার সময়কাল কত? ১
- খ. বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. কীভাবে শম্পার দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তোমার মতে শম্পার জন্মের পূর্বে ও পরে কোন বিষয়গুলোর প্রতি তার বাবা-মা সচেতন থাকলে এ প্রতিবন্ধিতা রোধ করা সম্ভব হতো? বিশেষণ কর। ৪

▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶

ক. সকল মহিলাকে টিটি টিকা দেওয়ার সময়কাল হলো ১৫ থেকে ৪৯ বছর।

খ. যে কর্ম পরিবেশ বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত নয় ও ঝুঁকিপূর্ণ তাকেই বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ বলে। আমাদের দেশের অনেক শিশু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করে। যদিও দেশের শ্রম আইনে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অজাহানি, দৃষ্টিহানি হয়। মেরদবন্ডে আঘাত বা মাথায় আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক শিশু ধান মাড়াইয়ের সময় ধান ছিটে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

গ. শম্পার বয়স ৮ বছর হলেও অনেক চেষ্টার পরও তাকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো যাচ্ছে না। সে ‘ক’ বলতে বললে ‘হ’ বলে ও ‘অ’ কে উল্টো করে লেখে। যা হতে বোঝা যায়, সে শ্রবণ ও দৃষ্টি উভয় প্রকার প্রতিবন্ধিতার শিকার। সাধারণত বর্ণ চিনতে ভুল করলে বা বর্ণ উল্টো করে লিখলে বোঝা যায়, সে ঠিকমতো দেখতে পারছে না। আবার উচ্চারণের বেত্রে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার লবণ। এই উভয় প্রকার লবণই শম্পার মধ্যে বিদ্যমান। যা দেখে শম্পার দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায়।

ঘ. শম্পা একজন দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। আমার মতে তার এ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে তার বাবা ও মা জন্মের পূর্বে ও পরে কিছু

বিষয়ে সচেতন হলে তার প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে পারত।
এবেত্র তার করণীয়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

জন্মের পূর্বে করণীয় –

শম্পার জন্মের পূর্বে তার মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ শিশুর জন্য মাতৃগর্ভের প্রথম দিকের সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে পুষ্টির অভাব দেখা দিলে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতা দেখা দিতে পারে। তার গর্ভকালীন সময়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করা উচিত ছিল যা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সহায়ক। এছাড়া ওষুধ গ্রহণে সতর্কতা, প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পূর্বে সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

জন্মের পরে করণীয় –

শম্পার জন্মের পরপর নিরাপদ পরিবেশ রবা, বিপজ্জনক পরিবেশ থেকে তাকে দূরে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে তার পিতামাতার সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে। শিশুদের গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, হলুদ ফলমূল খাওয়ালে এই প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া জন্মের পরপর শম্পাকে শালদুধ খাওয়ালে তা তার রোগ প্রতিরোধ বমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। তাই বলা যায়, উপরিউক্ত বিষয়সমূহে সচেতন হলে শম্পার বাবা-মা তার এ প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে পারত।

প্রশ্ন-৬ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চার বছর বয়সী রাতুল সমবয়সীদের চেয়ে অনেক বেত্রে পিছিয়ে আছে। যেমন-কথা বলা, মনে রাখা, মনোযোগ ধরে রাখা ইত্যাদি। কারো সাথে ঠিকমতো মিশতেও চায় না। বাবা-মা একদিন রাতুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। তারা ডাক্তারকে রাতুলের সমস্যাগুলো বললেন। তারা আরও বললেন যে রাতুলের আট মাস বয়সে জন্ডিস হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে ছিল।

[পাঠ : ২ ও ৩]

- ক. মহিলারা কত বৎসরের পর প্রথম সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান প্রতিবন্ধী হতে পারে? ১
- খ. স্পাইনা বিফিটা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. রাতুলের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. রাতুলের বেত্রে যা ঘটল তা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উত্তম- এ ব্যাপারে তোমার মতামত বিশেষরষণ কর। ৪

▶◀ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মহিলারা ৩৫ বৎসরের পর প্রথম সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- খ. স্পাইনা বিফিটা হলো শিশুর এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা। এ ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের মেরবদন্ডের হাড় ঠিকমতো জোড়া লাগে না। ফলে তাদের মেরবদন্ড পিঠের দিকে থলির মতো ফুলে ওঠে। এ কারণে তাদের হাঁটাচলায় সমস্যা হয়।
- গ. রাতুলের মধ্যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়। রাতুল সমবয়সীদের চেয়ে অনেক বেত্রে পিছিয়ে আছে। তাছাড়া সে কথা

বলা, মনে রাখা, কোনো দিকে মনোযোগ ধরে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে বয়স অনুপাতে পারদর্শী না। সে কারো সাথে মিশতেও চায় না। তার এসব সমস্যা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে মিলে যায়। কারণ এদের হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো বয়সের তুলনায় কম হয়। কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না। যেকোনো শিবণ সহজে গ্রহণ করতে পারে না, নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না। সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না। রাতুলের মধ্যে এসকল বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পরিলবিত হয়। তাই বলা যায় রাতুলের মধ্যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঘ. রাতুলের বেত্রে যা ঘটল তা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উত্তম বলে আমি মনে করি। রাতুল সমবয়সীদের চেয়ে অনেক বেত্রে পিছিয়ে আছে। যেমন-কথা বলা, মনে রাখা, মনোযোগ ধরে রাখা ইত্যাদি। এমনকি কারো সাথে সে ঠিকমতো মিশতেও চায় না। এ অবস্থার জন্য তার আট মাস বয়সে জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়াকে দায়ী করা যায়। কারণ এ সময় রক্তে বিলিরবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে মস্তিষ্কের কোষের বতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। যদি রাতুলের মাকে রাতুলের জন্মের পূর্বে প্রতিষেধক টিকা ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হতো ও যে বিষয়গুলো সন্তান জন্মদানের বেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও কীভাবে তা হতে রবা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হতো তবে এ সমস্যা কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা যেত। তাছাড়া জন্মের পরপরই রাতুলকে প্রতিষেধক, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা করা হলে তাকে জন্ডিস হতে রবা করা যেত। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রাতুলের সাথে যা ঘটল তা হতে মুক্তি পেতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উত্তম। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা একটি স্থায়ী প্রকৃতির অবমতা। তাই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই কিন্তু প্রতিরোধের মাধ্যমে এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন-৭ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাজুর বয়স সাত বছর। সে পড়ার সময় বই খুব কাছে নিয়ে পড়ে। ক্লাসে পড়ানোর সময় শিবক বরয়াকবোর্ডে কিছু লিখলে সে তা পড়তে পারে না। তার কাছে সবকিছু ঝাপসা লাগে। সে তার সমস্যার কথা তার মা-বাবাকে জানায়। তারা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার পরীবা-নিরীবা করে জানায় সাজু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

[পাঠ : ১ ও ৩]

- ক. মাইক্রোসেফালি প্রতিবন্ধী শিশুর মাথা কেমন হয়? ১
- খ. তেজস্ক্রিয় রশ্মি কীভাবে শিশুকে প্রতিবন্ধী করে? ২
- গ. সাজু যে ধরনের সমস্যায় ভুগছে তা শনাক্তকরণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সাজুর মা-বাবা তার জন্মের পূর্বে ও পরে কোন বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন হলে এ ধরনের প্রতিবন্ধিতা রোধ করা সম্ভব হতো? তোমার উত্তর বিশেষরষণ কর। ৪

▶◀ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মাইক্রোসেফালি শিশুর মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়।
- খ. এক্সরে একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস এক্সরে বা অন্য কোনোভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে তবে গর্ভস্থ ভ্রূণের নার্ততন্ত্র বতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু মানসিক

প্রতিবন্ধী হয়। আর এভাবেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি শিশুকে প্রতিবন্ধী করে।

গ. সাজু দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় ভুগছে। এ ধরনের সমস্যা শনাক্তকরণের উপায়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. চোখের পাতা লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, চোখের পাতার কিনারায় শুষ্ক আস্তরণ।
২. চোখ হতে তরল পদার্থ বের হওয়া।
৩. ঘন ঘন চোখ রগড়ানো ও চোখ কঁচকানো।
৪. বর্ণ চিনতে ভুল করা ও বর্ণ উল্টা দেখা।
৫. লেখার সময় অসম ফাঁক দেওয়া, সারি সোজা রাখতে না পারা।
৬. কাছের বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া বা দেখতে না পারা।

উল্লিখিত লবণসমূহ দেখে খুব সহজেই একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে শনাক্ত করা যায়।

ঘ. সাজুর দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার জন্য তার মা-বাবার অসচেতনতাই বিশেষভাবে দায়ী। কারণ তারা যদি সাজুর জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পর কিছু বিশেষ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন তাহলে হয়তো সাজুর এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতো না। প্রতিবন্ধিতা

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম। তাই একটি শিশু যাতে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ না করে বা জন্মগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয় সেজন্য সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুটির মা-বাবাকে শিশুর প্রতিবন্ধিতা রোধে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিশু প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভবতী মাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। কারণ গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার না খায় তাহলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং শিশু প্রতিবন্ধী হয়। গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন ও টিকা গ্রহণ করতে হবে। জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ খাওয়াতে হবে। শিশুর বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শিশুর গুরুতর প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই শিশুর প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে শিশুর মা-বাবাকে এসব বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। সাজুর মা-বাবা যদি এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন তাহলে সাজুর দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা রোধ করা সম্ভব হতো বলে আমি মনে করি।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-৮ ▶ পড়াশোনা শেষ করে ৩১ বছর বয়সে সুমাইয়া বিয়ের পিড়িতে বসেন। বিয়ের পর সে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জানতে ডা. শায়লা পারভীনের কাছে আসেন। শায়লা পারভীন তাকে এখনই বাচ্চা নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, গর্ভাবস্থায় যেসব কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় তার মধ্যে জন্মের পূর্বকালীন কারণ অন্যতম। তাই এ ব্যাপারে সকলের সচেতন হওয়া জরুরি।

[পাঠ : ১]

- ক. Rh incompatibility কী? ১
- খ. গর্ভবতী মাকে ওষুধ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কেন? ২
- গ. ডাক্তার কেন সুমাইয়াকে এখনই বাচ্চা নেওয়ার পরামর্শ দিলেন? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. ডা. শায়লা পারভীনের বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৯ ▶ জাহানারা বেগমের দু'ছেলেমেয়ে ও স্বামীসহ দরিদ্র পরিবারে বসবাস করে। ৪২ বছর বয়সে তিনি আবার গর্ভবর্তী হন। প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ার কারণে তিনি একটি প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। মেয়েটির নাম লিপি, তার বয়স ১৩ বছর। কিন্তু সে ক্রেচ ছাড়া হাঁটতে পারে না। ছোটবেলায় মাটি চাপা পরায় এখন সে কানেও কম শুনতে পায়।

[পাঠ : ১]

- ক. মা ও শিশুর Rh উপাদানের অমিলকে কী বলে? ১
- খ. ডাউন সিন্ড্রোম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. লিপির শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. লিপির শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে তার মায়ের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন-১০ ▶ মিসেস রাহেলার একটি মাত্র পুত্র সন্তান রাজু। তার বয়স সাত বছর। কিন্তু সে শ্রবণ প্রতিবন্ধী। সে কথা বলে কম। সে যখন

কথা বলে তার শব্দ উচ্চারণের বেত্রে অস্পষ্টতা থাকে। মিসেস রাহেলা শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটির জন্য প্রায়ই বিমর্ষ থাকেন। রাজুর এ অবস্থার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে মিসেস রাহেলা নানা পরামর্শ দেন এবং তিনি তাকে আরও বলেন যে, কোনো শিশু জন্মগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয় সেদিকে সকলের সচেতনতার প্রয়োজন।

[পাঠ : ২ ও ৩] [সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. কোন ভিটামিনের অভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়? ১
- খ. শারীরিক প্রতিবন্ধী বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. শ্রবণ প্রতিবন্ধী হওয়ায় রাজুর অন্যান্য কী কী সমস্যা হতে থাকে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. “কোনো শিশু জন্মগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতা শিকার না হয় সেদিকে সকলের সচেতনতার প্রয়োজন”— চিকিৎসকের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-১১ ▶ শিমুলের বয়স ছয় বছর। সে ঘন ঘন চোখ রগড়ায়। তার চোখ দিয়ে প্রায়ই তরল পদার্থ বের হয়। পড়তে গেলে সে কিছুতেই বর্ণ চিনতে পারে না। শিমুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার বললেন, মা-বাবা সচেতন হলে শিমুলের এ পরিণতি হতো না।

[ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী]

- ক. মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হওয়াকে কী রোগ বলে? ১
- খ. প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. শিমুলকে কোন ধরনের শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায় ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শিমুল সম্পর্কে উদ্দীপকের ডাক্তারের মতামতটি বিশ্লেষণ কর। ৪



মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

□ জ্ঞানমূলক ----- //

প্রশ্ন ১১ ১ ১ ১ গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের কোন অবস্থা শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ১২ ২ ২ ২ অপরিণত বয়সে কোন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না?

উত্তর : অপরিণত বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না।

প্রশ্ন ১৩ ৩ ৩ ৩ অপরিণত বয়সে মা হলে কিরূপ শিশু জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর : অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন ১৪ ৪ ৪ ৪ মা ও সন্তানের কোন উপাদানের মধ্যে মিল না থাকলে মৃত সন্তান হয়?

উত্তর : মা ও সন্তানের R_H উপাদানের মধ্যে মিল না থাকলে মৃত সন্তান হয়।

প্রশ্ন ১৫ ৫ ৫ ৫ নবজাতক কোন রোগে আক্রান্ত হলে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়?

উত্তর : নবজাতক জন্মসময় আক্রান্ত হলে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।

প্রশ্ন ১৬ ৬ ৬ ৬ সেরেব্রাল পলসি কী?

উত্তর : সেরেব্রাল পলসি হলো এক ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা।

প্রশ্ন ১৭ ৭ ৭ ৭ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা কী?

উত্তর : বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে এক ধরনের স্থায়ী প্রকৃতির অবমতা।

প্রশ্ন ১৮ ৮ ৮ ৮ কোন রোগে আক্রান্ত শিশুদের মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়?

উত্তর : মাইক্রোসেফালি রোগে আক্রান্ত শিশুদের মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়।

প্রশ্ন ১৯ ৯ ৯ ৯ ডাউন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত শিশুরা জন্মের সময় কেমন থাকে?

উত্তর : ডাউন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত শিশুরা জন্মের সময় দুর্বল ও শিথিল থাকে।

প্রশ্ন ১১০ ১০ ১০ ১০ গর্ভকালীন কী গ্রহণ শিশুর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা রোধ করে?

উত্তর : গর্ভকালীন আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ শিশুর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা রোধ করে।

প্রশ্ন ১১১ ১১ ১১ ১১ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভধারণের আগে কোন টিকা নিতে হবে?

উত্তর : বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভধারণের আগে রববেলা ভাইরাস বা জার্মান হাম প্রতিরোধক টিকা নিতে হবে।

প্রশ্ন ১১২ ১২ ১২ ১২ মায়ের প্রথম দুধে কী থাকে?

উত্তর : মায়ের প্রথম দুধে কলেস্ট্রাম নামক হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকে।

প্রশ্ন ১১৩ ১৩ ১৩ ১৩ কী বন্ধ করতে পারলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব?

উত্তর : ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে পারলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১১৪ ১৪ ১৪ ১৪ কী কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়?

উত্তর : দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়।

প্রশ্ন ১১৫ ১৫ ১৫ ১৫ কত বছর বয়সের সব মহিলাকে ধনুফংকার থেকে রবার জন্য টিটি টিকা দিতে হবে?

উত্তর : ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সব মহিলাকে ধনুফংকার থেকে রবার জন্য টিটি টিকা দিতে হয়।

প্রশ্ন ১১৬ ১৬ ১৬ ১৬ হাইড্রোসেফালি হলে কী হয়?

উত্তর : হাইড্রোসেফালি হলে মাথার ভেতরে তরল পদার্থ জমে থাকে বলে মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক বড় হয়।

প্রশ্ন ১১৭ ১৭ ১৭ ১৭ স্পাইনা বিফিটা হলে কী সমস্যা হয়?

উত্তর : স্পাইনা বিফিটা হলে হাঁটা-চলার সমস্যা হয়।

প্রশ্ন ১১৮ ১৮ ১৮ ১৮ ক্রিটিনিজমে আক্রান্ত শিশুর দেহে কী উৎপাদন কম হয়?

উত্তর : ক্রিটিনিজমে আক্রান্ত শিশুর দেহে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কম হয়।

প্রশ্ন ১১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ইশারায় ভাব বিনিময় করা কোন প্রতিবন্ধিতার লবণ?

উত্তর : ইশারায় ভাব বিনিময় করা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার লবণ।

□ অনুধাবনমূলক ----- //

প্রশ্ন ১২০ ২০ ২০ ২০ আমরা কেন প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে জানব?

উত্তর : আমরা সবাই প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে জানব। কারণ তারা আমাদের সমাজেরই একজন। প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং তারাও নিজেদের আমাদের থেকে আলাদা ভাববে না বা নিজেদের অসহায় মনে করবে না। ফলে তাদের সাথে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

প্রশ্ন ১২১ ২১ ২১ ২১ গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মায়ের যেসব রোগের জন্য শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে তার ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মা যদি জার্মান হাম, চিকেন পক্স, মাম্পস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, রববেলা ভাইরাস, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় তবে গর্ভস্থ শিশুর ওপর তার প্রভাব অত্যন্ত বতিকর হয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। তাছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

প্রশ্ন ১২২ ২২ ২২ ২২ প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের সময়ের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিশুর জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হলে, শিশুর গলায় নাড়ি পৌঁচানোর কারণে বা শিশু জন্মের পরপরই শ্বাস নিতে অসম হলে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য মস্তিষ্কের কোষ বতিগ্রস্ত হয়, ফলে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়। জন্মের সময় মস্তিষ্কে কোনো আঘাত; যেমন : পড়ে যাওয়া বা মাথায় চাপ লাগা ইত্যাদি প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন ১২৩ ২৩ ২৩ ২৩ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অবমতা যা অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে যত্ন ও শিবার মাধ্যমে অনেক শিশুর আচরণের উন্নয়ন ঘটানো যায়। তবে এ কথা সত্য যে, সব বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা একই ধরনের নয়।

প্রশ্ন ১২৪ ২৪ ২৪ ২৪ কীভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায়?

উত্তর : যেসব বৈশিষ্ট্য দেখে সাধারণভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায় তা হলো হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো

বয়সের তুলনায় কম হয়। কোনো বিষয়ে শিশু মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। কোনো নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না। শিশু কোনো শিবা সহজে গ্রহণ করতে পারে না, এমনকি মলমূত্র ত্যাগের শিবাও সহজে গ্রহণ করতে পারে না। সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না এবং সামাজিক আচরণ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারে না।

প্রশ্ন ১৬ ৥ ডাউন সিনড্রোম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : যেসব শিশুর গোলাকার মুখমণ্ডল, তীর্যক চোখ, চোখের পাতা পুরব হয় এবং জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে, হাত, পা ও ঘাড় খাটো হয়, উপুড় হতে, বসতে ও হাঁটতে দেরি হয় তারাই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়। এসব লবণগুলো প্রকাশ পেলেই শিশু ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৭ ৥ গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার গ্রহণ করতে হয় কেন?

উত্তর : গর্ভকালীন সময় মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার খেতে দেওয়া উচিত। পুষ্টির খাবার না খেলে অনেক বেগে শিশু পূর্ণাঙ্গ সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করে অথবা শিশু কম ওজনের হয়। এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভকালীন সময়ের প্রথম মাসগুলোর পুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন সময়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ শিশুর মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে।

প্রশ্ন ১৮ ৥ শিশুদের জন্য শাকসবজি, ফলমূল ও মায়ের প্রথম দুধ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। কিন্তু শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ালে এ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা যায়। আবার মায়ের প্রথম দুধের কলেস্ট্রাম নামক হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকে যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ বমতা বৃদ্ধি করে। আর তাই শিশুদের জন্য শাকসবজি, ফলমূল ও মায়ের প্রথম দুধ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৯ ৥ কীভাবে শিশুরা কর্মপর্যবেশে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়?

উত্তর : আমাদের দেশের অনেক শিশু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করে। যদিও দেশের শ্রম আইনে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অঙ্গাহানি, দৃষ্টিহানি, মেরবদন্ডে আঘাত বা মাথায় আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতার

শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক শিশু ধান মাড়াইয়ের সময় ধান ছিটে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

প্রশ্ন ১০ ৥ গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স শিশুর ওপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলে?

উত্তর : গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিণত বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, তাই অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার বেশি বয়সে অমৃতঃবরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলি হ্রাস পায়। তাই ৩৫ বছরের পর যেসব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সেসব শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এভাবেই গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ১১ ৥ মা-বাবার রক্তের Rh উপাদানের পার্থক্য থাকলে সন্তানের কী সমস্যা হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মা যদি Rh পজিটিভ আর বাবা নেগেটিভ হন তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের Rh পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে যদি মিল না থাকে তবে তাকে Rh অসংগতা বা Rh incompatibility বলা হয়। এতে মৃত সন্তান হয় আর যদি শিশু বেঁচে যায় তাহলে পর্বাঘাতগ্রস্ত বা মস্তিষ্কের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

প্রশ্ন ১২ ৥ কীভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায়?

উত্তর : চোখের পাতা লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, চোখের পাতার কিনারে শুষক আস্তরণ, চোখ থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া, ঘন ঘন চোখ রগড়ানো ও চোখ কঁচকানো, কাছের বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া বা দেখতে না পারা-এ সমস্যাগুলো প্রকাশ পেলেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায়।

প্রশ্ন ১৩ ৥ কোন ধরনের লবণ দেখে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা যায়?

উত্তর : কানের গঠনগত ত্রুটি বা বিকৃতি থাকলে, কান পাকা রোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকা, উচ্চারণের বেগে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা বা কম কথা বলা, কিছু শোনার সময় কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করা এবং রেডিও, টিভি শোনার সময় শব্দ বাড়িয়ে দেওয়া বা কাছে গিয়ে শোনা, কোনো প্রশ্ন বারবার করা বা এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেওয়া- এসব লবণ দেখে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা হয়ে থাকে।